

সময়রেখা এবং ইতিহাসের উৎস

8

অধ্যায়

ইতিহাস "বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সংলাপ... আজকের সমাজ এবং আগামীকালের সমাজের মধ্যে..."

আমরা কেবল অতীতের আলোকে বর্তমানকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি।

— ইএইচ কার



জাতীয় জাদুঘর, নয়াদিল্লি। এই জাদুঘরগুলিতে প্রাচীনকালের জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়, যেমন ভাস্কর্য, মুদ্রা এবং অলঙ্কার, যা আমাদের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে।

বড়
প্রশ্নাবলী



১. ঐতিহাসিকভাবে আমরা সময় কীভাবে

পরিমাপ করি ?

২. বিভিন্ন উৎস কীভাবে আমাদের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করতে

পারে?

৩. আদিম মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করত?



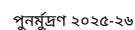
৪ - ইতিহাস

৫৯

ভেবে দেখো।

অতীতকে বোঝা বর্তমান বিশ্বকে বুঝতে আমাদের কীভাবে সাহায্য করবে বলে আপনি মনে করেন?

বিজ্ঞানে তুমি দেখতে পাবে যে পৃথিবীর একটি খুব, খুব দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যার মধ্যে আমরা মানুষ কেবল একটি ছোট্ট অংশে বাস করি - সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম।



অনেকেই পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবীর পৃষ্ঠের নীচে রয়ে যাওয়া রহস্য উন্মোচন করতে এবং এর অতীত - এবং আমাদের অতীত সম্পর্কে জানতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষিত।



চিত্র ৪.২.১: ভূতত্ত্ব



চিত্র ৪.২.২: প্রত্নতত্ত্ব চিত্র ৪.২.৩: নৃবিজ্ঞান চিত্র ৪.২.৪: প্রত্নতত্ত্ব



এই চারটি ছবি এবং এর সাথে জড়িত কার্যকলাপগুলি দেখুন। উপরে বাম

দিক থেকে:

ভূতাত্ত্বিকরা (চিত্র ৪.২.১) পৃথিবীর ভৌত বৈশিষ্ট্য, যেমন মাটি, শিলা, পাহাড়, পর্বত, নদী, মহাসাগর, সমুদ্র এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অধ্যয়ন করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা (চিত্র ৪.২.২) লক্ষ লক্ষ বছর আগের উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের দেহাবশেষ জীবাশ্ম আকারে অধ্যয়ন করেন।

নৃবিজ্ঞানীরা (চিত্র ৪.২.৩) আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব সমাজ এবং সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা (চিত্র ৪.২.৪) মানুষ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ, যেমন হাতিয়ার, বাসনপত্র, পুঁতি, মূর্তি, খেলনা, প্রাণী এবং মানুষের হাড় ও দাঁত, পোড়া শস্য, ঘরের অংশ বা ইট ইত্যাদি খনন করে অতীত অধ্যয়ন করেন।

জীবাশ্ম: পা

চিহ্ন, অথবা পাছপালা অথবা

প্রাণীর অংশ

মাটির প্রভাব বা

পাথরের স্তরের

মধ্যে নিরাপদ

পাওয়া যায়।

ইতিহাসে সময় কীভাবে পরিমাপ করা হয়?

প্রতিটি সমাজ এবং সংস্কৃতির সময় পরিমাপের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি, যেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্ম বা কোনও শাসকের রাজত্বের সূচনা, প্রায়শই একটি নতুন যুগের সূচনা করে। বর্তমানে, গ্রেগরিয়ান

যুগ: একটি

স্বতন্ত্র সময়কাল

সময়কাল

৪ - ইতিহাস

৬১

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার: এই
ক্যালেন্ডারটি এখন বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়
এটি ব্যবহৃত হয়;
এক বছরে ১২টি মাস থাকে, অর্থাৎ ৩৬৫ দিন।
দিন যোগ করুন, এবং প্রতি চারে
বছরে একটি অবিবর্ষ থাকে। তবে,
শতাব্দীর বছর - উদাহরণ
১৮০০, ১৯০০ সালের মতো,
২০০০ - মাত্র একটি অবিবর্ষ
যদি তারা ৪০০ এর গুণিতক হয়;
তাহলে দিনে

শতবর্ষ পূর্তিতে,
মাত্র ২০০০ সাল একটা লাফ।
এটা বছর।

শুভ: অনুকূল বা সৌভাগ্য
বয়ে আনে; উদাহরণ
যেমন, 'একটি শুভ সূচনা'।

এই ক্যালেন্ডারটি সাধারণত সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়; এছাড়াও, হিন্দু, মুসলিম, ইহুদি, চীনা এবং অন্যান্য

ক্যালেন্ডারগুলিও উৎসব এবং অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানের তারিখ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

আছে।

ইভেন্ট।

পশ্চিমা বিশ্বে, খ্রীষ্টাব্দের জন্মের ঐতিহ্যবাহী বছরটিকে সাধারণত এই ক্যালেন্ডারের সূচনা বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বিন্দু থেকে বছর গণনা করা হয় এবং 'AD' (খ্রীষ্টের জন্মের পরের বছরগুলি নির্দেশ করে এমন একটি ল্যাটিন বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তবে, এটি এখন বিশ্বব্যাপী সাধারণ যুগ বা ^{৫৬০} বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ সাল, যে বছর ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, তাকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (কখনও কখনও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) অথবা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে লেখা যেতে পারে।

একইভাবে, খ্রীষ্টের জন্মের ঐতিহ্যবাহী তারিখের আগের বছরগুলিকে বিপরীতভাবে গণনা করা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব (অথবা খ্রিস্টপূর্ব) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এখন সেগুলিকে সাধারণ যুগের আগে বা গৌতম বুদ্ধের সময়কালের আগে বলা হয় (যা আমরা ^{৫৬০} এটিকে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ,

৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ



রঙ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে

চিত্র ৪.৩. ৩০০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর কিছু প্রধান ঘটনার সময়রেখা

(অধ্যায় ৭ এ দেখা হবে।) তুমি কি অনুমান করতে পারো এটা কত বছর আগের কথা?

চলুন ঘুরে দেখি।

Æ এই ধরনের হিসাবপত্র সহজ, কিন্তু একটা কৌশল আছে। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে, কোন 'বছর শূন্য' নেই। বছর ১

খ্রিস্টপূর্ব ২য় অব্দের ঠিক পরেই আসে। ২য় খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২য় খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরের একটি সরল সময়রেখা।

তৈরি করুন; আপনি দেখতে পাবেন যে শূন্য বছর অনুপস্থিতির কারণে, এই দুটি তারিখের মধ্যে মাত্র ৩ বছর কেটে গেছে।

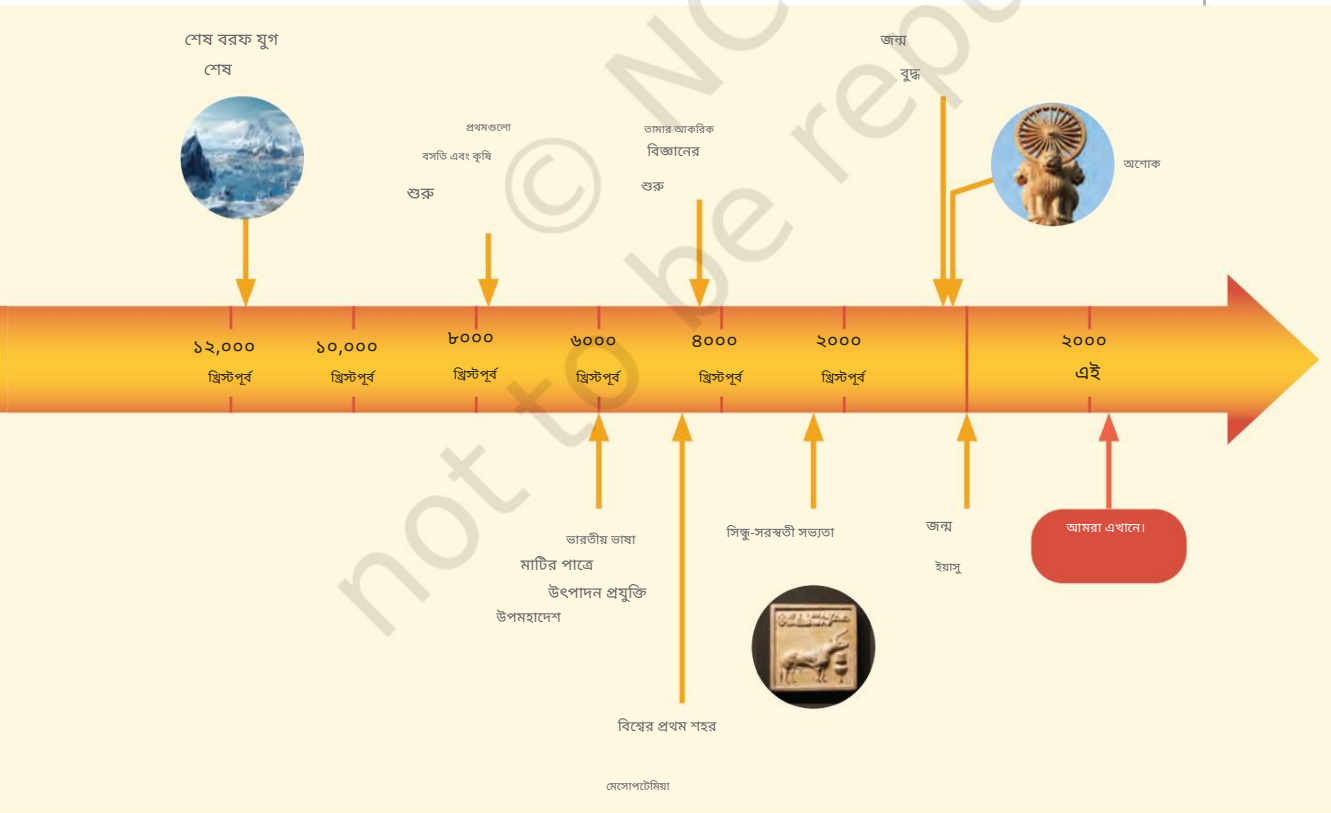
Æ তাহলে একটা তারিখ এবং সময় এই তারিখগুলির মধ্যে বছর গণনা করতে, আপনাকে অবশ্যই সেগুলি যোগ করতে হবে।

কিন্তু ১ বিয়োগ করতে হবে—উপরের ক্ষেত্রে, $২ + ২ - ১ = ৩$ ।

Æ তোমার সহপাঠীদের সাথে কিছু উদাহরণ অনুশীলন করো। উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধ সম্পর্কে প্রমে ফিরে যেতে, বিবেচনা করো

ধরা যাক আমরা এখন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আছি, তখন বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল $৫৬০ + ২০২৪ - ১ = ২,৫৮৩$ বছর আগে।

গ.



একটি সময়রেখা (চিত্র ৪.৩ পৃষ্ঠা ৬২ এবং ৬৩ দেখুন) এই ধরনের ঘটনা চিহ্নিত করার জন্য একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার, কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল জুড়ে তারিখ এবং ঘটনার ক্রম দেখায়। এটি মানবজাতির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক সহ চলে। মনে রাখবেন যে বিন্দুযুক্ত রেখাটি একটি এড়িয়ে যাওয়া সময়কাল নির্দেশ করে; অন্যথায়, এই সময়রেখাটি প্রায় ৩ মিটার দীর্ঘ হবে!



একটি সময়রেখা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কোন ক্রমানুসারে ঘটেছিল তা বুঝতেও সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, তারিখগুলি না দেখেই আপনি এখন দেখতে পাবেন যে বুদ্ধ যীশুর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।



মিস করা

দীর্ঘ সময়কাল বোঝার জন্য আমরা প্রায়শই এক বছর এবং এক দশক (দশ বছরের একটি সময়কাল) এর পাশাপাশি অন্যান্য শব্দও ব্যবহার করি। এর মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে জানার সময় দশক বেশ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

১. শতাব্দী: এটি ১০০ বছরের যেকোনো সময়কাল। ইতিহাসে, ১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে প্রতি ১০০ বছর অন্তর নির্দিষ্ট শতাব্দী গণনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বর্তমানে ২১ খ্রিস্টাব্দ শতাব্দীতে আছি, যা ২০০১ থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত চলে।

রঙ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে

খ্রিস্টপূর্ব ১ অব্দ থেকে শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে পিছনের দিকে অগ্রসর হয়ে শতাব্দী গণনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে

৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বছরগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. সহস্রাব্দ: এটি ১,০০০ বছরের যেকোনো সময়কাল। ইতিহাসে, ১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি ১,০০০ বছর অন্তর নির্দিষ্ট শতাব্দী গণনা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা বর্তমানে তৃতীয় সহস্রাব্দে আছি, যা ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল এবং ৩০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

শতাব্দীর মতো, খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দকেও ১ হিসাবে গণনা করা হয় এবং ফিরে যায়। তাই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে, ১

১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বছরগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পৃষ্ঠা ৬২ এবং ৬৩-এ প্রদত্ত সময়রেখায় (চিত্র ৪.৩)

তুমি কি খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর শুরু চিহ্নিত করতে পারো? (দ্রষ্টব্য:)

ইংরেজিতে, 'মিলেনিয়াম' এর বহুবচন হল 'মিলেনিয়াম' বা 'মিলেনিয়াম'; উভয়ই সঠিক।

চলুন ঘুরে দেখি।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত একটি সময়রেখা তৈরি করুন এবং আপনার দাদা-দাদি, বাবা-মা, ভাইবোন এবং আপনার জন্ম তারিখ অন্তর্ভুক্ত করুন।

এছাড়াও, বিংশ শতাব্দী কোন বছর দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়েছিল তা চিহ্নিত করুন।

মিস করো

আপনি কি জানেন ভারতে ঐতিহ্যগতভাবে ক্যালেন্ডার কীভাবে তৈরি করা হয়? অনেক ভারতীয় ক্যালেন্ডার বছরের মাসগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তারিখ গণনা করার জন্য তারা সূর্য ও চাঁদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পঞ্চাঙ্গ হল একটি টেবিলের বই যা প্রতিটি মাসের দিনের সাথে সম্পর্কিত জ্যোতির্বিদ্যাগত তারিখগুলি দেখায়।

বৈজ্ঞানিক তথ্য তালিকাভুক্ত করে; উদাহরণস্বরূপ, এটি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় ইত্যাদির মতো ঘটনা তালিকাভুক্ত করে।

ভারতে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পঞ্চাঙ্গগুলি প্রায়শই বছরের আবহাওয়া, উৎসব,

তারা তারিখ, সময় এবং আরও অনেক কিছু প্রদান করে।

ইতিহাসের উৎস:
একটি স্থান, ব্যক্তি, লেখা বা
যে বস্তু থেকে আমরা পূর্ববর্তী বের করি
ইভেন্ট বা সময় সম্পর্কে তথ্য
আমরা সংগ্রহ করি।



ইতিহাসের উৎসগুলো কী কী?

চলুন ঘুরে দেখি।

তুমি কি তোমার মা এবং বাবার পরিবারের অন্তত তিন প্রজন্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো? তোমার বাবা-মা, দাদা-দাদী

এবং প্রপিতামহ-প্রপিতামহের সাথে একটি পারিবারিক গাছ তৈরি করুন।

তাদের নাম, তারা কী করেছিল এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল তা খুঁজে বের করুন। এছাড়াও, আপনি এই তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন তাও লিখুন।

সম্পর্ক	নাম	ইকতা	জন্মস্থান	তথ্যের উৎস
দাদা-দাদী (ইপতা-ইপতা)				
দাদা-দাদী (মাতৃক)				
প্রপিতামহ- প্রপিতামহী/পড়াশোনা (ইপতা-ইপতা)				
প্রপিতামহ- প্রপিতামহী/ শাশুড়ি				

আপনার পরিবারের অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনি কীভাবে পেলেন? আপনি কি ছবি, ডায়েরি, পরিচয়পত্র, অথবা আপনার বাবা-মা এবং আত্মীয়দের স্মৃতির উপর নির্ভর করেছিলেন?

রঙ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে



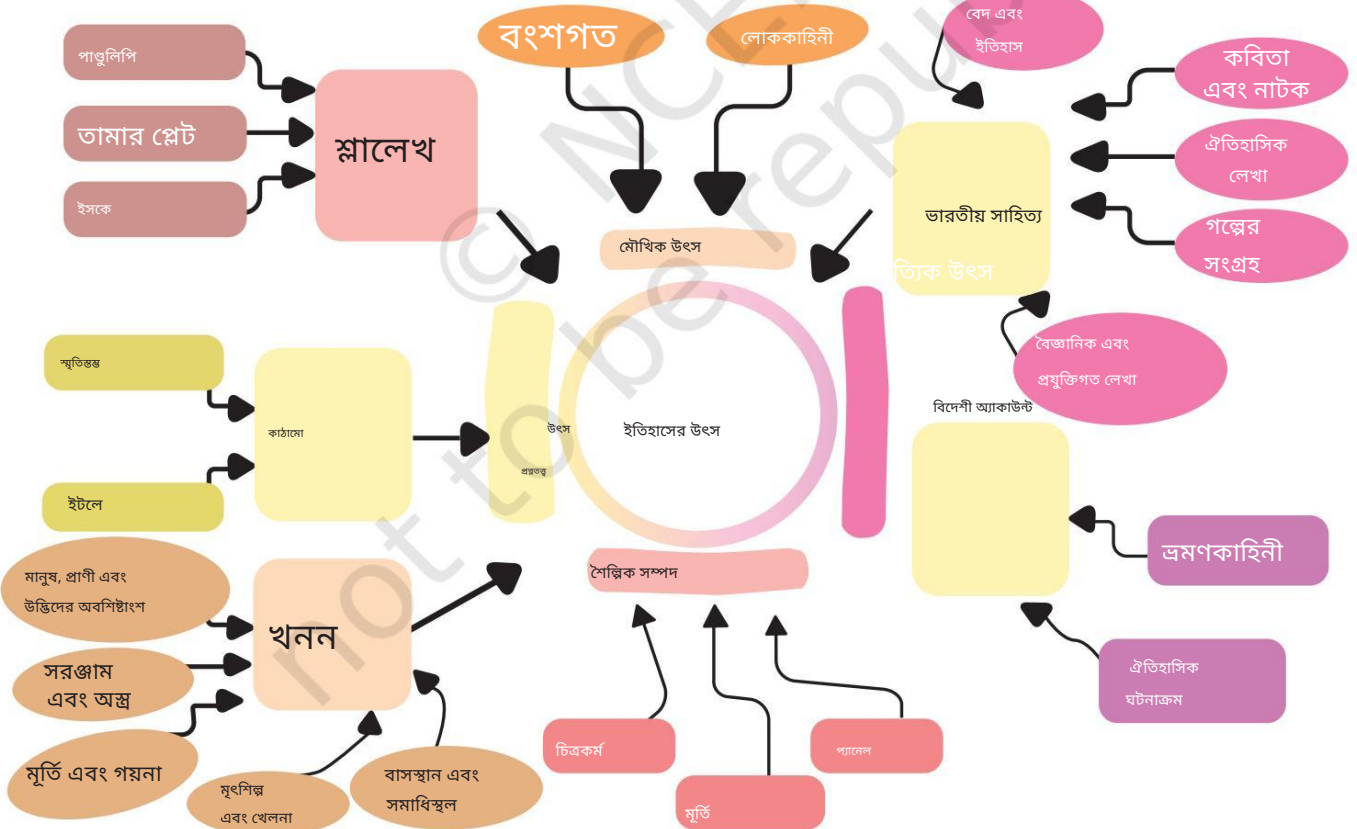
ভেবে দেখো।

তুমি কি কখনও তোমার বাড়িতে বা আশেপাশে পুরনো মুদ্রা, বই, কাপড়, গয়না, বা বাসনপত্র দেখেছো? এই ধরনের জিনিসপত্র থেকে আমরা কী ধরনের তথ্য পেতে পারি? নাকি পুরনো বাড়ি বা ভবন থেকে?



প্রতিটি বস্তু বা কাঠামো একটি গল্প বলে এবং এটি একটি জিগস পাজলের টুকরোর মতো। আপনার বাড়ির আশেপাশে আপনি যে জিনিসগুলি দেখেন তা আপনার পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলে। একইভাবে, আমরা অনেক উৎস থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে একত্রিত করতে পারি। কিন্তু মনে রাখবেন যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে, ধাঁধার বেশ কিছু অংশ অনুপস্থিত থাকতে পারে!

পৃষ্ঠার নীচের ছবিটি দেখুন। এটি ইতিহাসের প্রধান উৎসগুলিকে একত্রিত করে। আপনাকে এটি করতে হবে না।



ইতিহাসবিদ: একজন ব্যক্তি

যিনি অতীত সম্পর্কে
অধ্যয়ন করেন এবং লেখেন।

জ্যেষ্ঠ: ঋষিবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের সেই শাখা

কে পড়াশোনা করে

যে উদ্ভিদ, প্রাণী বা

মানুষের মাথা, কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য এক প্রকার থেকে

অন্য প্রকারে সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু একে এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে

সঞ্চারিত হয়?

এখন সবগুলো মনে রাখবেন; আমরা যখন এগোবো তখন সেগুলোর কিছু ব্যবহার করব। যখন ইতিহাসবিদরা ১,৫০০ বছর আগের কোন রাজা বা রাণী, কোন প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, কোন যুদ্ধ বা কোন বাণিজ্যিক জিনিসপত্র অধ্যয়ন করেন, তখন তারা যতটা সম্ভব উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং পরামর্শ নিতে খুব সতর্ক থাকেন। কখনও কখনও, উৎসগুলি একে অপরকে নিশ্চিত করে (ধাঁধার টুকরোগুলো একসাথে মিলে যায়); অন্য সময়, উৎসগুলি পরস্পরবিরোধী তথ্য দিতে পারে (ধাঁধার টুকরোগুলো একসাথে মিলে না), এই ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কোন উৎসকে বেশি বিশ্বাস করতে পারে। এইভাবে, তারা যে সময়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করছেন তার পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেন।

ইতিহাসের এই সকল উৎসের পেছনে কারা অবদান রেখেছেন? ইতিহাসবিদরা নিজেরাই, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক, লিপিকার (যারা প্রাচীন শিলালিপি অধ্যয়ন করেন), নৃবিজ্ঞানী (যারা মানব সমাজ এবং তাদের সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন), সাহিত্য ও ভাষার বিশেষজ্ঞ এবং আরও কিছু। এছাড়াও, গত ৫০ বছরে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতীতের পুনর্গঠনে ক্রমশ অবদান রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন জলবায়ু অধ্যয়ন, খননকৃত উপকরণের রাসায়নিক অধ্যয়ন এবং প্রাচীন মানুষের জিনতত্ত্বের অধ্যয়ন এমন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে যা সাধারণ উৎসের পরিপূরক। এবং যদিও ইতিহাসবিদরা সাম্প্রতিক ইতিহাস (যার অর্থ সাধারণত গত দুই বা তিন শতাব্দী), আরেকটি উৎস হল সংবাদপত্র; গত কয়েক দশক ধরে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ইত্যাদি) থেকেও পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। যেতে পারি।

চলুন ঘুরে দেখি।

পরের পৃষ্ঠায় ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস থেকে কিছু ছবি দেওয়া আছে। বস্তুগুলি কাকে এবং কীসের প্রতিনিধিত্ব করে বলে তুমি মনে করো? এই বস্তুগুলি থেকে তুমি যে কোনও তথ্য পেলে তা ছবির পাশের বাক্সে লিখ।

৬৩ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে



মানব ইতিহাসের সূচনা

স্বয়ং

আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন্স) প্রায় ৩০০,০০০ (তিন লক্ষ) বছর ধরে এই গ্রহে হেঁটে আসছে। এটা অনেক দীর্ঘ সময়ের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আসুন আমাদের প্রাথমিক ইতিহাসের দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।



চলুন ঘুরে দেখি।

উপরের ছবিতে, একটি পাথরের আশ্রয়স্থলে আদিম মানুষের কিছু কার্যকলাপ দেখুন। আপনি কোনটি সনাক্ত করতে পারেন? প্রতিটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

আদিম মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য দলবদ্ধভাবে বা দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। তারা ক্রমাগত আশ্রয় এবং খাদ্য অনুসন্ধান করত এবং মূলত শিকারী এবং সংগ্রহকারী ছিল; এর অর্থ হল তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য শিকার এবং ভোজ্য উদ্ভিদ এবং ফল সংগ্রহের উপর নির্ভর করত। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের প্রকৃতির উপাদান সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিশ্বাস ছিল এবং সম্ভবত পরকাল সম্পর্কেও কিছু ধারণা ছিল।

পরকাল: একটি জীবন

কি শুরু হয়

রঙ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে
মৃত্যুর পর।

এই গোষ্ঠীগুলি অস্থায়ী শিবির, পাথরের আশ্রয়স্থল বা গুহায় বাস করত এবং এখন হারিয়ে যাওয়া ভাষা ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করত। তারা আগুন ব্যবহার করত এবং এমন জিনিস তৈরি করতে শুরু করত যা তাদের জীবনকে সহজ করে তোলে, যেমন উন্নত পাথরের কুঠার এবং রেড, তীর এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। তাদের জীবনের দিকগুলি বিশ্বের শত শত গুহায় পাওয়া পাথরের চিত্রকর্মে এগুলি দেখা যায়। এই চিত্রকর্মগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ ছবি।

অথবা কিছু প্রতীক চিত্রিত করে; অন্যগুলি আরও বিস্তৃত এবং প্রাণী বা মানুষের সাথে দৃশ্য চিত্রিত করে। সময়ের কথা।

প্রথমত, এই আদিম মানুষরা পাথর বা খোলের পুঁতির মতো সাধারণ গয়না, পশুর দাঁত দিয়ে তৈরি দুল এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে শিখেছিল।

সময় তাদের জায়গায় অন্য দল নিয়ে আসে।

প্রথম ফসল

দীর্ঘ যুগ ধরে, পৃথিবীর জলবায়ুতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ে, এটি খুব ঠান্ডা ছিল এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ বরফে ঢাকা ছিল - এটিকে 'বরফ যুগ' বলা হয়, যা আপনি বিজ্ঞানে আরও জানতে পারবেন। পরে, যখন জলবায়ু উষ্ণ হয়, তখন এই বরফ আংশিকভাবে গলে যায় এবং ফলস্বরূপ জল বর্তমান নদীতে প্রবাহিত হয়।

এবং অবশেষে সমুদ্রের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ বরফ যুগটি প্রায় ১২,০০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল, যা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বছর আগে থেকে।

এটা এখন পর্যন্ত চলে এসেছে।

পরবর্তীতে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়; বিশ্বের অনেক জায়গায় তারা বসতি স্থাপন এবং শস্য ও শস্য চাষ শুরু করে। তারা গরু, ছাগল ইত্যাদির মতো পশুও পোষ মানত। আরও খাদ্য পাওয়া যেত।

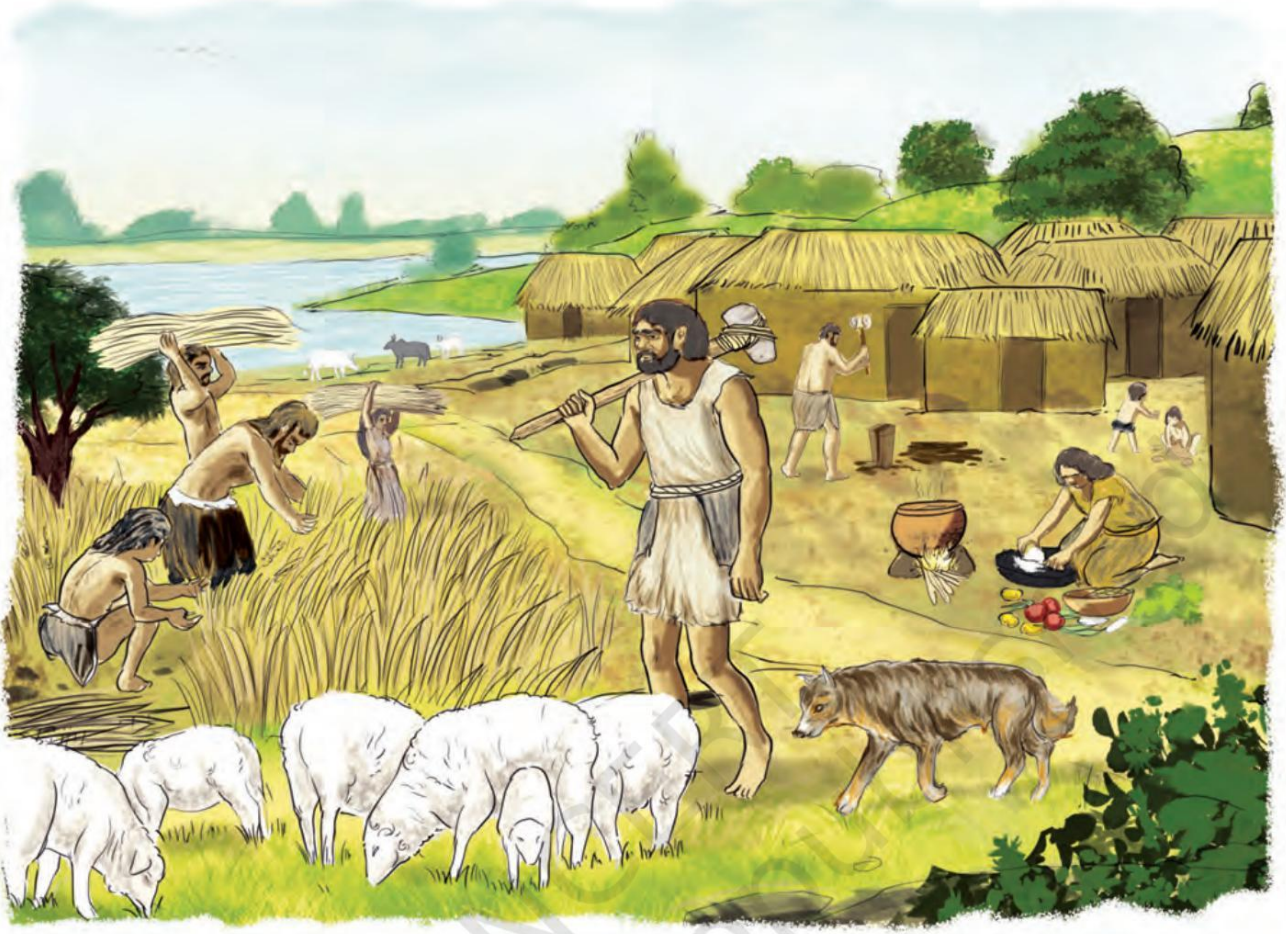
ফলস্বরূপ, এই সম্প্রদায়গুলি আকার এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়শই নদীর ধারে বসতি স্থাপন করে।

এটি কেবল জলের সহজলভ্যতার কারণেই নয়, বরং সেখানকার মাটি আরও উর্বর হওয়ার কারণেও হয়েছিল। এর ফলে ফসল চাষের প্রক্রিয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল।

চলুন ঘুরে দেখি।

পরের পৃষ্ঠার দৃশ্যটি দেখুন। এটি কয়েক হাজার বছর আগের একটি কৃষি সম্প্রদায়কে দেখায়। আপনি যে প্রধান কার্যকলাপগুলি সনাক্ত করতে পারেন তার তালিকা তৈরি করুন।





ভেবে দেখো।

একটি পাথরের আশ্রয়স্থলের প্রথম ছবিতে এবং এই ছবিতে, পুরুষ এবং মহিলাদের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

যদিও এগুলি 'প্রাকৃতিক' বলে মনে হচ্ছে, তবে এগুলি অগত্যা সঠিক নয় এবং সমস্ত পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

উদাহরণস্বরূপ, একটি পাথরের আশ্রয়স্থলে, মহিলারা পাথরটি আঁকার জন্য রঙ প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারেন অথবা কিছু চিত্রকর্মও করতে পারেন।

দুটি দৃশ্যই, পুরুষরা হয়তো কিছু খাবার রান্না করেছিলেন অথবা বাচ্চাদের যত্ন নিতে সাহায্য করেছিলেন।

আমাদের কাছে সীমিত তথ্য আছে তা মনে রেখে, এই ধরনের ভূমিকা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ক্লাসে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

রঙ তত্ত্বের ইতিহাস: ভারত এবং তার বাইরে

সম্প্রদায়গুলি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সামাজিক জটিলতাও বৃদ্ধি পায়।

নেতা বা 'সর্দাররা' জনগণের কল্যাণের জন্য দায়ী ছিলেন, এবং সকলেই সম্মিলিতভাবে সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য **কাজ করতেন**। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত মালিকানার কোনও ধারণা ছিল না; জমি যৌথভাবে বপন এবং ফসল কাটা হত।

সময়ের সাথে সাথে, ছোট ছোট গ্রামগুলি বড় শহরে পরিণত হয় যেখানে পণ্য বিনিময় হত - বেশিরভাগই খাদ্য, পোশাক এবং সরঞ্জাম। ধীরে ধীরে, সেই গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং বিনিময়ের নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয় এবং এর মধ্যে কিছু ছোট ছোট কারুশিল্পে পরিণত হয়। নতুন কৌশল উদ্ভূত হয় - উদাহরণস্বরূপ, মৃৎশিল্প, পাত্র এবং অন্যান্য মাটির জিনিসপত্র তৈরির জন্য; এবং ধাতুর ব্যবহার (প্রথমে তামা, পরে লোহা), যা টেকসই সরঞ্জাম, দৈনন্দিন জিনিসপত্র এবং গয়না তৈরিতে সহায়তা করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে এই পর্যায়টি 'সভ্যতার' উত্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। আপাতত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মানবতার এই প্রাথমিক অগ্রগতিকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, মানবতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারত, যেমনটি কিছু পূর্ববর্তী প্রজাতি করেছিল। আমরা কখনই সেই আদিম মানুষদের চিনতে পারব না যাদের সাহস এবং স্থিতিস্থাপকতা আজ আমাদের অস্তিত্বে রাখতে সক্ষম করেছে।

আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে...

AE আমরা নিজেদের সম্পর্কে আরও জানার কিছু উপায় খুঁজে পেয়েছি।

অতীত। সময়ের খার ধারণা আমাদের বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রম বুঝতে সাহায্য করে।
গ্রা।

AE সময় পরিমাপের বিভিন্ন উপায় আছে: বছর, দশক, শতাব্দী, সহস্রাব্দ।

AE ইতিহাসের উৎস অসংখ্য; এগুলো আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনা পুনর্গঠন এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

AE আমরা আদিম মানুষের জীবন সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছি।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ এবং মানব সমাজ কীভাবে আরও জটিল হয়ে ওঠে।

কল্যাণ: স্বাস্থ্য,
সমৃদ্ধি এবং
ফিটনেস।

হ্যামলেট: এক
ছোট
বসতি বা ছোট গ্রাম।



প্রশ্ন, কার্যকলাপ এবং প্রকল্প

১. একটি প্রকল্প হিসেবে, আপনার পরিবারের (অথবা যদি আপনি কোন গ্রামে থাকেন) ইতিহাস লিখুন, আপনার কাছে থাকা ঐতিহাসিক উৎস ব্যবহার করে।

ব্যবহার করা। আপনার শিক্ষকের কাছ থেকে নির্দেশনা চাও।

২. আমরা কি ইতিহাসবিদদের গুপ্তচরদের সাথে তুলনা করতে পারি? তোমার কারণগুলো বলো।

উত্তর।

৩. খেজুর সহ কিছু অনুশীলন:

সময়রেখায় এই তারিখগুলি কালানুক্রমিকভাবে রাখুন: 323 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 323 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 1900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 1090 খ্রিস্টাব্দ, 2024 খ্রিস্টাব্দ।

যদি রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি কোন শতাব্দীর ছিলেন? এবং বুদ্ধের জন্মের কত বছর পরে?

এটা কি পরে ছিল?

ঝাঁসির রাণী ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন শতাব্দীর ছিলেন? ভারতের স্বাধীনতার কত বছর আগে?

'১২,০০০ বছর আগের' তারিখকে একটি তারিখে রূপান্তর করুন।

৪. কাছাকাছি জাদুঘর পরিদর্শনের পরিকল্পনা করুন: জাদুঘরে কী ধরনের প্রদর্শনী রয়েছে তা আগে থেকেই কিছু গবেষণা করুন।

ভ্রমণের প্রস্তুতি নিতে হবে।

পরিদর্শনের সময় নোট রাখুন। পরে পরিদর্শন এবং প্রদর্শনী সম্পর্কে তথ্য সহ একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।

অপ্রত্যাশিত/আকর্ষণীয়/মজাদার কী ছিল তা ভুলে ধরা উচিত।

৫. আপনার স্কুলে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ইতিহাসবিদকে আমন্ত্রণ জানান এবং

তাদের এলাকার ইতিহাস এবং কেন এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কথা বলতে বলুন।